ওয়েস্ট বেঙ্গল মোশান পিকচার্স আর্টিস্টস ফোরাম

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন

সালতামামি করতে গিয়ে ঘুরে ফিরে একটা রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথা মনে আসছে – "একসুত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন, এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন", আত্মকেন্দ্রিকতা, পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতাকে ভুলে এক ছাতার তলায় সকলকে নিয়ে এসে তাদের সুখ-দুঃখের শরিক হওয়ার উদ্দেশ্যেই জন্ম 'ওয়েস্ট বেঙ্গল মোশান পিকচার্স আর্টিস্টস ফোরাম' - এর । প্রবীণ - নবীনের সম্মিলিত প্রয়াস ও আন্তরিকতার ফসল আমাদের এই সংগঠন । শুধু তাই নয়, আর্টিস্টস ফোরাম এক নতুন আলোর দিশারীও বটে কারণ অভিনয় শিল্পীদের ট্রেড ইউনিয়নভুক্ত করার বহু বছরের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হল এই ফোরামের প্রচেষ্টায় মাত্র এক বছরের মধ্যে । আমরা ফোরামের সকল সদস্য-সদস্যা ইতিহাস সৃষ্টির গর্ব করতেই পারি ।

আর্টিস্টস ফোরামের কর্মকান্ড ইতিমধ্যেই বহুদূর বিস্তৃত । আজ প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভায় সম্পাদকের প্রতিবেদন পেশ করতে গিয়ে মনে ভিড় করে আসছে অনেক সংগ্রামের স্মৃতি । জন্মলগ্ন থেকেই একের পর এক সংগ্রামের মুখোমুখি হওয়ার ঘটনা বোধহয় এক অভূতপূর্ব নজির । বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পকে কোণঠাসা করার সুপরিকল্পিত পরিকল্পনার মূলে কুঠারাঘাত করতে পিছিয়ে থাকিনি আমরা । কলাকুশলী বন্ধুদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আন্দোলনে নেমেছি । রুখতে পেরেছি 'লব-কুশ' - এর মত হিন্দী ছবিকে বাংলায় ডাবিং করে মুক্তি দিয়ে মৌলিক বাংলা ছবিকে ক্ষতিগ্রস্ত করার অভিসন্ধি । আমাদের এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন সমাজের সর্বস্তরের মানুষ, সর্বোপরি সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ । জনমতের চাপে এবং মাননীয় তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মধ্যস্থতায় শুভবুদ্ধির জয় হয় । কিন্তু বিপর্যয় থেমে থাকলো না । ভারত-বাংলাদেশ যৌথ প্রযোজনার নাম করে প্রায় সম্পূর্ণ বাংলাদেশী ছবিকে পশ্চিমবঙ্গে চালিয়ে শিল্পী ও কলাকুশলীদের বঞ্চিত করার প্রয়াস শুরু হল । প্রতিবাদে মুখর হতে গিয়ে জুটলো উচ্ছৃঙ্খল আখ্যা । ইস্টার্ন ইন্ডিয়া মোশান পিকচার্স এ্যাসোসিয়েশন (ইমপা) ঘোষণা করলো ক্লোজার । পুজোর ঠিক আগে ঘোষিত এই ক্লোজারে কিন্তু আমরা দমে যাইনি, মুষড়ে পড়েনি কলাকুশলী ভাইয়েরাও । দফায় দফায় বৈঠক, রাজ্য সরকারের প্রত্যক্ষ ভূমিকা, সমস্ত কিছুর মিলিত প্রচেষ্টায় একটা গ্রহণযোগ্য সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া গিয়েছে । আশা করি সম্পূর্ণ জট খুলতে আর বেশী সময় লাগবে না । আন্দোলন চলাকালীন আমাদের অভিনেতা বন্ধু এবং ফোরামের কার্যকরী সমিতির সদস্য শ্রী বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়কে বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয় ইমপা । এই অন্যায় বয়কটের বিরুদ্ধে

সম্মিলিত প্রতিবাদ অবশেষে সুফল আনে । বয়কট প্রত্যাহৃত হয়।যদিও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এই বয়কট প্রত্যাহারের দেরী হওয়ার কারণ আর্টিস্টস ফোরামের নিস্চেষ্টতা বলে অভিযোগ করা হয় । গত অক্টোবর মাস থেকে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ প্রযোজনা উদ্ভূত সংকট চলাকালীন বিভিন্ন বৈঠকে শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ একবারের জন্যেও ওঠেনি । এ বছরের গোড়ার দিকে অকস্মাৎ এ প্রসঙ্গ নতুন করে তোলা হয় । তার সমাধানও হয় মার্চ মাসের মধ্যেই । আশা করি এর থেকেই পরিস্কার আমাদের বিরুদ্ধে নিস্চেষ্টতার অভিযোগ একেবারেই ভ্রান্ত ।

কিন্তু প্রশ্ন হল সারা বছর আর্টিস্টস ফোরাম কি শুধু আন্দোলনেই ব্যস্ত থেকেছে ? না । এত প্রতিকূলতার মাঝেও আমাদের কল্যাণমূলক কর্মকান্ড থেমে থাকেনি । বন্যাত্রাণে পথে নেমে আমরা শিল্পী ও কলাকুশলীরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে এক লক্ষ টাকা দিতে পেরেছি । নিজস্ব তহবিলে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আমাদের প্রতিনিধিরা যথাক্রমে মুর্শিদাবাদ ও সোদপুরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন । সর্বোপরি গত ১ জানুয়ারী নজরুল মঞ্চে দু:স্থ শিল্পী ও কলাকুশলীদের সাহায্যকল্পে গঠিত 'ইস্টার্ন ইন্ডিয়া সিনেটেল ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট'-এর অনুষ্ঠানে ফোরাম সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করে । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ থেকে ফোরামের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় আমরা অতীত দিনের কিছু দিকপাল শিল্পীদের আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করি । তাঁদের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রী কালিপদ চক্রবর্তী, প্রেমাংশু বসু, শ্রীমতী মেনকা দেবী ।

প্রথম বছরের নিরিখে এ সাফল্য অভাবনীয় । এজন্য সমস্ত শিল্পীবন্ধুদের কাছে আর্টিস্টস ফোরাম আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ । কিন্তু এ তো জয়যাত্রার শুরু । দ্বিগুণ উৎসাহে আমাদের সকলকে নামতে হবে কোমর বেঁধে । তারজন্য প্রথমে প্রয়োজন বাংলা চলচিত্রশিল্পের প্রত্যেক অভিনেতা-অভিনেত্রীর ফোরামের সদস্য হওয়া । এই শিল্পের উন্নতির স্বার্থে তো বটেই, নিজেদেরও স্বার্থে । তাই প্রতিটি সদস্যের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ প্রত্যেক শিল্পীকে ফোরামের অন্তর্ভুক্ত করার ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিন । এছাড়া আমাদের তহবিলে অর্থ সংগ্রহে কি কি পরিকল্পনা নেওয়া যায় তারজন্য আপনাদের সুচিন্তিত মতামত আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয় ।

ফাঁকা প্রতিশ্রুতি নয়, দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি আপনাদের সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় মাত্র এক বছরে ওয়েস্ট বেঙ্গল মোশান পিকচার্স আর্টিস্টস ফোরাম যে সম্ভাবনার বীজ পুঁতেছে তা একদিন মহীরুহে পরিণত হবেই। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, গঠনমূলক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসুন। আমাদের জয় অবধারিত —

অভিনন্দন সহ

১ মে, ১৯৯৯

প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়

—